W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 117 /WBHRC/SMC/2017

Date: 24. 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eaisamay' a Bengali daily dated 24.03.2017, captioned 'শান্তিপুর থানায় বধূ আটক তিন দিন'

Superintendent of Police, Nadia is directed to submit a detailed report by 28th April, 2017 enclosing thereto :

(a) statement of the victim lady;

(b) full address and particulars of the victim.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 24.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

২৪/০৩/২০০৭

rajya.eisamay.com

শান্তিপুর থানায় বধূ আটক তিন দিন

এই সময়, শান্তিপুর: ফের বেআইনি ভাবে থানায় আটকে রাখার অভিযোগ উঠল নদিয়া জেলায়। এর আগে গত ডিসেম্বরে হাঁসখালি থানায় এক তরুণীকে বেআইনি ভাবে এক তরুণীকে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। এ বার শান্তিপুর থানায় তাঁকে তিন দিন জোর করে আটকে রাখার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় এক মহিলা। এলাকার এক তৃণমূল কাউন্সিলরের ইঙ্গিতেই পুলিশ তাঁকে হেনস্থা করে বলে মহিলাটি বৃহস্পতিবার রানাঘাটের এসডিপিও-র কাছে নালিশ জানান। থানায় তাঁর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। প্রমীলা ধোনি নামে ওই মহিলার বাড়ি শান্তিপুরের সুত্রাগড় লস্কাপাড়ার বাসিন্দা।

পুলিশ অবশ্য ঘটনাটি নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে। এসডিপিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। নদিয়ার পুলিশ সুপার শিসরাম ঝাঝারিয়া বলেন, 'আমার দপ্তরে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি। এলে তা খতিয়ে দেখা হবে।' থানা সূত্রে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, স্থানীয় একটি বিবাদের জেরে মহিলাটিকে সেফ কাস্টডিতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আদালতের অনুমতি ছাড়া সেফ কাস্টডিতে রাখা যায় কি? উত্তর দেননি কোনও পুলিশকর্তা। নির্যাতিতা বধূ প্রমীলা বলেন, 'আমার স্বামী বিশ্বজিতের সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক ঝামেলা চলছে। এ নিয়ে আগে থানা-পুলিশও হয়েছে। সেই ঘটনাকে হাতিয়ার করেই এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর বিভাস ঘোষ পুলিশকে দিয়ে আমাকে এই হেনস্থা করালেন। এতে আমার স্বামীরও মদত আছে।'

তাঁর অভিযোগ, শান্তিপুর থানার পুলিশকর্মী জয় দাস মহিলা কনস্টেবল নিয়ে এসে বাড়ি থেকে তাঁকে থানায় তুলে নিয়ে যান। যে তিন দিন থানায় আটকে রাখা হয়, সেই ক'দিন তাঁকে কোথাও ফোন করতেও দেওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে থানায় আটক ছিল প্রমীলার শিশুকন্যাও। মেয়ের সামনেই তাঁকে পুলিশ অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে বলে অভিযোগ। যদিও সব অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর বিভাস ঘোষ। তিনি বলেন, 'ওই পরিবারে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হ স্থানীয় লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে এর মধ্যে একটি আমার কাছে নালিশ জানিয়ে ছিলেন। আ তখন ঘটনাটি থানায় জানিয়েছিলাম। প পুলিশ কী করেছে, আমি জানি না।'

এর আগে তরুণীর আটকে রাখার ঘট শুনে গত ২৮ ডিসেম্বর সোজা হাঁসখালি থান হাজির হয়েছিলেন রানাঘাটের এসিজেএ সংঘমিত্রা পোদ্দার। তিনি থানা থেকে ও তরুণীকে উদ্ধার করে হোমে পাঠান। তি পুলিশ সুপারের রিপোর্টও তলব করেছিলেন তারপরেও পুলিশের এমন ভূমিকা পুলিশকর্তাদের নির্বিকার মনোভাব নিয়ে প্র উঠেছে। শাসকদলও দলের কাউন্সিলরকে আড়াল করছে। শান্তিপুরের তৃণমূল পুরপ্রধা অজয় দে বলেন, 'কেনও এমন অভিযো উঠছে, জানি না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব একই মন্তব্য করেন স্থানীয় উপ-পুরপ্রধান।